স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর—

পবিত্র চরণে।

মুখবন্ধ।

দু' বছর আগে "চারণ" পত্রিকায় কালবৈশাখীর শেষাংশ প্রকাশিত হয়। অধুনা কোন বিশিষ্ট পত্রিকার জন্য নাটকটি সম্পূর্ণ লিখ্‌তে সুরু করি। আখ্যান-ভাগ ও রচনা আমার শ্রেয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস শীলের খুব ভালো লাগে। পরে একদিন তাঁ'রই অনুরোধে আমার অন্যতম বন্ধু রঙ্‌মহলের বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়কে পড়িয়া শোনাই। সৌভাগ্যক্রমে নাটকটি রবীন্দ্রমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই দিনই নাটকটি তিনি রঙ্‌মহলের খ্যাতনামা প্রযোজক শ্রীযুক্ত সতু সেনকে শোনান। পাণ্ডুলিপি আর আমাকে ফেরত দেওয়া হয়নি এবং দিন কয়েক পরেই নাটকটি রঙ্‌মহলে অভিনয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হোয়েছে দেখলাম। নাটকটি সাধারণের গোচরে আন্‌বার সুযোগ দিয়েছেন এই তিনজন, সুতরাং তাঁ'দের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার আমার কর্ত্তব্য।

অপরাজেয় সুরশিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে নাটকখানিতে যে সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত কোরেছেন তা' এক কথায় মনোময়। তাঁ'র কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না কোরলে প্রত্যবায়ভাগী হোতে হয়।

আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য যে সকল বন্ধু উৎসাহ দিয়ে এই নাটক প্রণয়নে সহায়তা কোরেছেন তাঁ'দের নিকটও আমি কম কৃতজ্ঞ নই। ইতি—

মিনার্ভা ইন্‌ষ্টিটিউট
কলিকাতা।
জন্মাষ্টমী, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯

শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ

উদ্বোধন-রজনীর অভিনেতৃগণ।

ভুবনমোহন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

মৃণাল—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়।

বিজন—শ্রীহরেন্দ্রমোহন রায় (এমেচার)।

মহেন্দ্র—শ্রীযুগল দত্ত।

নরেন্দ্র—শ্রীকুসুম গোস্বামী।

বৈরাগী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)।

বাউল—শ্রীমৃণাল ঘোষ।

বিন্দু—শ্রীমতী প্রকাশমণি।

সুরমা—শ্রীমতী চারুবালা।

কমল—শ্রীমতী সরযূবালা।

রমা—শ্রীমতী সূর্য্যমুখী।

রেণু—শ্রীমতী সুনীলাবালা।

শান্তি—শ্রীমতী কমলাবালা।

মালতী—শ্রীমতী সরস্বতী।

— সংগঠনকারিগণ

পরিচালক—	দি রঙমহল লিমিটেড্।
প্রযোজক—	শ্রীযুক্ত সতু সেন।
নাট্যাধ্যক্ষ—	" নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।
সুরশিল্পী—	" কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)।
বংশীবাদক—	" বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ।
হারমোনিয়াম বাদক—	" কালীপদ ভট্টাচার্য্য।
সঙ্গতী—	" হরিপদ দাস।
বেহালা বাদক—	মিঃ ট্রাভার্স।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর—	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস।
আলোক সম্পাতকারী—	" বিভূতিভূষণ রায়।
মঞ্চাধ্যক্ষ—	" পূর্ণচন্দ্র দে (এমেচার)।
স্মারক—	" বিমলচন্দ্র ঘোষ।
	" ননীগোপাল দে (এমেচার)।
সজ্জাকর—	" রাখালচন্দ্র দাস।
মঞ্চশিল্পী	" সুনীল দত্ত।

চরিত্র-পরিচয়

ভুবনমোহন	...	জনৈক বিপত্নীক বৃদ্ধ।
মৃণাল	...	ঐ পুত্র।
বিজন	..	জনৈক অবিবাহিত যুবক।
মহেন্দ্র	..	মৃণালের বন্ধু।
নরেন্দ্র	...	ঐ
সুনীল	...	মৃণালের জনৈক সহচর।
বিন্দুবাসিনী	...	ভুবনমোহনের বিধবা ভগ্নী।
সুরমা	...	মৃণালের স্ত্রী।
কমল	...	ভুবনমোহনের অনূঢ়া কন্যা।
রেবা ...		
রমা ...	}	কমলের বান্ধবীগণ।
রেণু ...		
শান্তি ...		
মালতী	...	ভুবনমোহনের পরিচারিকা

বৈরাগী—

ও

বাউল—

কালবৈশাখী

প্রথম অঙ্ক

—*—

[দৃশ্য-পরিচয় :—পল্লীগ্রামের একখানি জীর্ণ কুটিরের আঙিনা—বেলা দ্বিপ্রহর-যবনিকা উঠিতেই দেখা গেলো একটি বৈরাগী একতারায় গান গাহিতেছে।]

(গান)

তোমায় নিয়ে বাঁধ্‌বো বাসা
এই কামনা জাগ্‌ছে মনে,
ওগো আমার হৃদয়-রমণ,
বিজন আমার কুটির কোণে।
ধূলিকণার অটুট বাঁধন
আছেই জানি অচল সনে,
তেম্‌নি তোমার চরণতলে
বাঁধ্‌বো বাসা আজ বিজনে।

বৈরাগী

(সঙ্গীত শেষে)

কই গো মা কোথায় ?

[সুরমা কুটির হইতে ধীরে ধীরে
বৈরাগীর নিকট আসিল।]

সুরমা

বৈরাগী—

বৈরাগী

কি মা ?

সুরমা

বৈরাগী—

বৈরাগী

ও বুঝেছি, তা' এতে কিন্তু হোচ্ছ কেন মা ?

সুরমা

বৈরাগী, বেলা দ্বিপ্রহরে, অতিথি দুয়ার হোতে বিফল হোয়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের বুকে কম বাজে না তুমি আমাদের সব কথাই জানো, তাই তোমার কাছে মিথ্যা বোলবো না। আজ একটিও—

বৈরাগী

থাক মা থাক, ও কথা মনে কোরে মিথ্যে মন খারাপ কোর না। তুমি ঠাকুরের নাম শুনতে ভালোবাসো বোলেই এসেছিলাম। যদি জানতাম যে এর জন্য অন্তরের পীড়ন তোমায় সইতে হ'বে ত' আমি আসতাম না। একটা কথা বোলবো, রাগ কোরবে না ?

সুরমা

না বৈরাগী, রাগ কোরবো কেন? বল, বোল্‌তে কুণ্ঠিত হোচ্ছ কেন?

বৈরাগী

এ কথা আমার মুখে হয়ত সাজে না, তবু তোমাদের অমঙ্গল আমি সইতে পারি না বোলেই বোল্‌ছি।

সুরমা

জানি বৈরাগী, তুমি আমাদের খুব স্নেহ করো।

বৈরাগী

হাঁ, সেই স্নেহের দাবীতেই বোল্‌ছি। মিথ্যা অভিমান কোরে আর দূরে দূরে থেকো না। কি অভাব তোমার?—রাজরাণী তুমি—

সুরমা

এ কথা ভুলো না বৈরাগী, যে অদৃষ্ট ছাড়া মানুষের পথ নেই। যে দুর্ভোগ আমাদের অদৃষ্টে আছে তা' ত ঘট্‌বেই। ও সব কথা এখন থাক্ বৈরাগী।

বৈরাগী

আমি এখন আসি মা।

[বৈরাগী উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরমা গলবস্ত্রা হইয়া পদধূলি লইল।]

থাক্, থাক্, আশির্ব্বাদ করি রাজরাণী হও।

[বৈরাগী ধীরে ধীরে কুটির ছাড়িয়া চলিয়া গেলো, সুরমা অপলক নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তা'র নয়নকোণে

কয়েক বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল। অল্পক্ষণ পরে মৃণাল বাহির হইতে প্রবেশ করিল।]

মৃণাল

সুরমা ; এ কি তোমার চোখে জল কেন ?

সুরমা

(চোখের জল মুছিতে মুছিতে)

না, ও কিছু নয়।

মৃণাল

আমায় লুকোতে চেষ্টা কোরো না সুরমা।

[অশান্তভাবে বসিল।]

(শুষ্ককণ্ঠে)

তবে তুমিও আমাদের এ কষ্টে কাতর। আমার একটা সান্ত্বনা ছিল, দুঃখের মধ্যে একটা সুখ ছিল, যে আমাদের এ কষ্ট যতই দুঃসহ হোক্ না কেন, আমরা দু'জনা অকাতরে সয়েছি সে বেদনা, দু'জনা সানন্দে ভাগ কোরে নিয়েছি সে দুঃখের অংশ। মুখে তুমি দেখাতে সহানুভূতি, আর অন্তরে পুষে' রেখেছো এই নিদারুণ মর্ম্মবেদনা।

সুরমা

(কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে)

আমি আমার জন্য মোটেই কাতর নই, কিন্তু তোমার এ দুর্দ্দশার কারণ আমায় ক্ষণে অক্ষণে কম পীড়ন করে না।

মৃণাল

(শুষ্ক হাসি হাসিয়া)

সুরমা, এ আমার দুর্দ্দশা কি সুদশা জানি না, তবে আমার মনে হয় তোমায় নিবিড়তর কোরে পাবার জন্য এরও প্রয়োজন ছিল। তোমায় পাবার আগ্রহে কোথায় চলে যায় আমার এ আকুল ভাবনারাশি, আমি জানি না। অবস্থা বিপর্য্যয়ে কাতর আমি হইনি কোন দিন; তোমার মুখের হাসি আমায় নিত্য উৎসাহিত কোরতো এই বাধা বিপত্তি অতিক্রম কোরতে। কিন্তু আজ যখন সে হাসি বিদায় নিয়েছে তোমার ওষ্ঠপ্রান্ত হোতে, তখন কোন্ প্রাণে আমি এই নিত্যনূতন বিপদের সম্মুখীন হ'ব ?

সুরমা

(সঙ্কুচিতভাবে)

তুমি আমায় ভুল বুঝো না, বিপদে সাহস আমি এখনও হারাইনি।

মৃণাল

তোমায় ভুল বুঝ্‌লে যে আমায় নিজেকে ভুল্‌তে হয় আগে সুরমা। আমায় বল লক্ষ্মীটি, তবে অকারণ চোখের জল ফেল্‌ছিলে কেন ?

সুরমা

অতিথি দুয়ার হোতে ব্যর্থ-মনোরথ হোয়ে ফিরে গেলে কা'র প্রাণ না কাতর হয় ?

মৃণাল

সুরমা, অভাবের নিষ্পীড়নে দয়া, মায়া, তোমার মনের মধ্যে এখনও অটুট আছে ? প্রথম প্রথম অতিথিকে বিমুখ কোরতে আমারও কম কষ্ট হোত না কিন্তু আজকাল সে দুঃখও আমার সয়ে গেছে। তবে একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে প্রায়ই জাগে যে বিশ্বের সমস্ত

অতিথিকে অভাবের তাড়নায় বিমুখ কোরতে পারি, কিন্তু যে নবতম অতিথির আগমনীর সংবাদ বহন কোরে এনেছো তুমি, তুমি সুরমা, কোন্ প্রাণে তা'কে বিমুখ কোরবো? আর একটি প্রশ্নের সমাধান আমি আজও কোরতে পারি না সুরমা, যে পিতার কৃতপাপের ফল সন্তানকে ভোগ কোরতে হয় কেন? পিতা আমি, কোথায় এই সংবাদে উল্লাসে নেচে উঠবে আমার মন,—তা' না হোয়ে ব্যর্থতার বেদনায় মন ভেঙ্গে পড়ে কেন? আমার এ জীবনের ব্যর্থতা ক্ষতি করে নি একা আমার, ক্ষতি কোরেছে তোমার, ঐ নবীনতম অতিথির, আর আমার নিকট সম্বন্ধ সকলের।

সুরমা

আমার একটা কথা রাখ্‌বে? বল রাখ্‌বে?

মৃণাল

রাখ্‌বো সুরমা।

সুরমা

চল আমরা ফিরে যাই।

মৃণাল

কোথায়?

সুরমা

আমাদের বাড়ীতে।

মৃণাল

(সাশ্চর্য্যে)

বাড়ীতে!

(পরে সন্দিগ্ধভাবে)

না সুরমা, সেখানে আর আমার স্থান নেই আর যেখানে তোমার অনাদর সেখানে আমি যেতে পারি না।

সুরমা

(গদ্‌গদভাবে)

জানি, আমার অনাদর তুমি সইতে পারো না, তাই ত এ সম্বন্ধে এতদিন তোমায় কোন কথাই বলি নি। আজ আমি কমলের চিঠি পেয়েছি,—বাবা আমাদের ক্ষমা কোরেছেন। তিনি আমাদের দেখ্‌বার জন্য খুবই কাতর, কিন্তু পাছে তুমি কথা না রাখো, সেই ভয়ে এ সম্বন্ধে কোন কথা বোল্‌তে সাহস করেন নি। আমার অনুরোধ—চল আমরা ফিরে গিয়ে মার্জ্জনা চেয়ে নিই আমাদের কৃত অপরাধের।

মৃণাল

(সবিস্ময়ে)

সত্যি!

সুরমা

সত্যি, আন্‌বো চিঠিটা।

মৃণাল

না থাক্।

সুরমা

(নিম্নস্বরে)

কি ঠিক কোরলে ?

মৃণাল

(কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল—তা'রপর ঘাড় নাড়িয়া)

না সুরমা, কাজ নেই, কমল হয়ত ভুল বুঝেছে। তাঁ'কে আমি খুব চিনি, তিনি আমার এ চ্যুতি কোনদিন ক্ষমা কোরতে পারবেন না। দাবীর 'সম্বন্ধ যেখানে, ভিক্ষার আবেদন সেখানে যে কী বিড়ম্বনা, তা' তুমি জানো না। আমায় এ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন কোরো না সুরমা—আর ও সুখের মরীচিকা আমার সাম্‌নে ধোরো না।

সুরমা

তুমি সন্তান, পিতার করুণায় আজো রক্তস্রোত প্রবাহিত হোচ্ছে তোমার দেহে, তাঁ'র কাছে আবেদন কোন লজ্জা নেই। তুমি তাঁ'র একটি মাত্র পুত্র, তোমার কি উচিত এই নৈরাশ্যের ব্যথা তাঁ'র হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা, যখন ব্যাকুল হোয়ে চেয়ে আছেন তিনি তোমার আশাপ্রতীক্ষায়।

মৃণাল

(শুষ্ককণ্ঠে)

সত্যই সুরমা, আমি অভাগা, যদি এই দাহনে আমি একা দগ্ধ হোতাম ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হোতাম না, কিন্তু এ দাহন ছড়িয়ে দিয়েছি আমি সবার বুকে,—তোমার, স্নেহময় পিতার ও আমার সোনার কমলের বুকে। আমি এমনই ভাগ্যহীন, যে জগতে সবার প্রাপ্য থেকে আমি যেমন তা'দের বঞ্চিত কোরেছি, তেমনই নিজেও বঞ্চিত হইনি কম।

সুরমা

(সানুরোধে)

তবে চল; আমার কথা শোন, যে বিচ্ছেদের অনল আমরা জ্বালিয়ে

তুলেছি সেই অনল নির্ব্বাপিত কোরে দিই এই আকস্মিক মিলনের আনন্দাশ্রুতে।

মৃণাল

বেশ, সেদিনও যেমন তোমার জন্যই অকাতরে ছিন্ন কোরেছিলাম এই স্নেহের বন্ধন, আজো তেমনই তোমার অনুরোধে দৃঢ় কোরে তোল্‌বার চেষ্টা কোরবো এই বন্ধন। হয়ত অনেকেই আমায় উপহাস কোরবে আমার এ দুর্ব্বলতা দেখে, কিন্তু তোমার হাসিই হ'বে আমার একমাত্র পাথেয়।

(সন্দিগ্ধভাবে)

আজো আমি সন্দিহান, সুরমা, যে পিতা আমায় ক্ষমা কোরবেন কি না ?

সুরমা

যদি তিনি ক্ষমা না করেন, ত তাঁ'র পা জড়িয়ে বোল্‌বো, আমরা আবেদন কোরতে আসি নি আমাদের জন্য, এসেছি আপনার ভবিষ্য বংশধরের জন্য। আমার স্থিরবিশ্বাস, এ কথা শুন্‌লে তিনি আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

মৃণাল

কিন্তু সুরমা যদি বিমুখ হোয়েই ফিরতে হয় ?

সুরমা

তা'তে ত লজ্জার কিছু নেই; তিনি গুরুজন, তাঁ'র কাছে যদি নিষ্ফল আবেদনই কোরতে হয় ত ক্ষতি কি ?

মৃণাল

তুমি আমায় আজ সত্য-পথের সন্ধান দিয়েছো সুরমা। সত্যই ত এ মিথ্যা অভিমান আমার সাজে না। বেশ আমি যা'বো সুরমা।

সুরমা

তবে আমাদের যা'বার আয়োজন শীঘ্র কোরে ফেলো।

মৃণাল

বেশ ত, ধীরে সুস্থে সে সব আয়োজন করা যা'বে।

সুরমা

না, না, শুভব্যাপারে অনর্থক কালক্ষয় করা উচিত নয়।

মৃণাল

কিন্তু সুরমা—

সুরমা

ও বুঝেছি, সে ব্যবস্থাও আমি কোরেছি। এই নাও এই শাঁখা, এটা বিক্রয় কোরে টাকা নিয়ে এসো।

[সুরমা শাঁখা খুলিয়া ফেলিল। মৃণাল এ দৃশ্যে শিহরিয়া উঠিল এবং সুরমাকে বাধা দিল।]

মৃণাল

না, না, এ তুমি কি কোরছো সুরমা? আর স্বামী হোয়ে আমি কেমন কোরে তোমায় এই নিরাভরণা বেশে সাজিয়ে দেবো?

([illegible])

এম্‌নি অকর্ম্মণ্য আমি, যে জীবনে তোমার কোন সাধই তৃপ্ত কোর্‌তে পারলাম না।

সুরমা

কিন্তু আমার কোনও সাধই ত অতৃপ্ত নেই। তুমি—

মৃণাল

(উত্তেজিতভাবে)

না, না, বাধা দিও না। এর চেয়ে মানুষের অগৌরবের আর কি আছে সুরমা, যে পিতা হোয়ে আমি আমার পুত্রের রোগে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারি নি, তাই ত পুত্র আমার অভিমানভরে চলে গেলো। সে ঠিকই কোরেছে সুরমা, সবাই ত আর তোমার মতো নীরবে সহ্য করে না এই অবিচার।

সুরমা

মিথ্যা দুঃখ কোর না। আমার কথা শোন—

মৃণাল

(বাধা দিয়া)

না, না, দুঃখ করিনি, তবে ভাব্‌ছি শেষে এও কোরতে হোল।

সুরমা

আর ত আমাদের এ দিন থাকবে না। অভাবের গুরুত্ব এই শেষবার তুমি উপেক্ষা করো।

মৃণাল

(শুষ্ককণ্ঠে)

বেশ তা'র পর এ টাকা নিয়ে কি কোরতে হ'বে বলো ?

সুরমা

বাবার নামে একটা টেলিগ্রাম কোরে দাও যে কাল রাত্রেই আমরা পৌঁছাব।

মৃণাল

(সাশ্চর্য্যে)

কাল রাত্রেই !

সুরমা

(সস্মিত-মুখে)

হাঁ, গো হাঁ, রাত্রি প্রায় দশটা ; আমি টাইম-টেবল দেখে রেখেছি।

মৃণাল

(উদ্বিগ্নভাবে)

সব কাজে এত তাড়া ভাল নয় সুরমা। তা'র চেয়ে তুমি বরং সঠিক খবরের জন্য কমলকে চিঠি দাও।

সুরমা

(সকাতরে)

না, গো না, এই অনুরোধটি আমার রাখো।

মৃণাল

(সুরমার চিবুক ধরিয়া)

আদেশ বল না দুষ্টু।

সুরমা

(কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে)

হাঁ, মিছে দেরী কোরো না।

মৃণাল

(হাসিতে হাসিতে)

নিশ্চয়ই নয়।

[মৃণাল ঝাঁপাটি লইয়া ধীরে, অতি ধীরে কুটির ছাড়িয়া বাহিরে গেলো। পরস্পরের মধ্যে দূর হোতেই হাস্যের বিনিময় হোল আবার। মৃণাল দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে সুরমা গলবস্ত্রা হইয়া তুলসীমঞ্চে প্রণাম করিল।]

সুরমা

ঠাকুর, আর আমাদের নিরাশ কোরো না। যে অবোধ শিশু ভূমিষ্ঠ হোতে চলেছে, তা'র প্রতি অনুকম্পায় তুমি আমাদের ক্ষমা করো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য-পরিচয় :—গ্রাম্য-পথ, সবে প্রভাত হোয়েছে—তখনও অন্ধকার নিঃশেষে বিলীন হয় নি। যবনিকা উঠিতেই দেখা গেলো, পথপার্শ্বে শ্রান্ত মৃণাল বিশ্রাম কোরছে, পাশে সুরমা দাঁড়িয়ে। বৈরাগী প্রভাতী গাহিতে গাহিতে অন্যমনস্ক-ভাবে সে পথ ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।]

(গান)

পূব-আকাশে উঠ্‌ছে তপন,
পড়ছে পথে অরুণ আলো ;
কুহরি' পিক গগন ভরি'
কইছে সবায় রাত ফুরালো।
পুষ্পলতার উদ্যানে তাই
শতেক কুসুম উঠ্‌লো জাগি,
দূর-প্রবাসীর আঁধার মনে
মিলন-আলো উঠ্‌ছে জ্বাতি'।
ঘুমিয়ো না আর পল্লীবালা
এই আলোতে মুছাও কালো।

[বৈরাগী চলিয়া গেলে মৃণাল অতি কষ্টে দাঁড়াইলো।]

মৃণাল

সুরমা আর দেরী কোরে কাজ নেই; ঐ শোন প্রভাতী গেয়ে চলে গেলো বৈরাগী।

সুরমা

কিন্তু তুমি যে বড় শ্রান্ত; একটু জিরিয়ে নাও—এইটুকু আসতেই হাঁপিয়ে পড়েছো।

মৃণাল

এখনও গ্রামের পথটুকু পার হই নি; আর ত অপেক্ষা কোরলে চল্‌বে না।

সুরমা

এখনও পথ অনেকটা, এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে তুমি ত অতটা পথ চল্‌তে পারবে না।

মৃণাল

(উদ্বিগ্নভাবে)

কিন্তু আমায় যেমন কোরে হোক্ যেতেই যে হ'বে সুরমা। চল তোমার কাঁধে ভর দিয়ে যাই।

[কাঁধে ভর দিয়া চলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল।]

না, এও পারছি না। ভগবান! এত আশা জাগিয়ে তুলে শেষে কি নিরাশ কোরবে?

সুরমা

আমি বলি আজ থাক্। তুমি একটু সুস্থ হোলেই যা'বার ব্যবস্থা করা যা'বে আর একদিন।

মৃণাল

(অধীরভাবে)

কিন্তু সেখানে না গেলে যে আমি সুস্থ হোতে পারবো না। কত আশা নিয়ে আজ তা'দের রাত্রি প্রভাত হোয়েছে—না সুরমা, আমি পারবো না তা'দের সে আশায় নিরাশ কোরতে।

সুরমা

অবুঝের মত কাজ কোরো না; ঐ ত আমাদের কুটির দেখা যাচ্ছে; —চল একটু বিশ্রাম কোরে—

মৃণাল

(উত্তেজিতভাবে)

অবুঝ আমি ছিলাম না সুরমা, তুমিই আমায় অবুঝ কোরেছো। ফিরে যা'বার এ ব্যাকুলতা, তুমিই আমার মনে জাগিয়েছো। আমার এ আকুল কামনার শেষ কোথায় জানি না, তবু আমায় যেতেই যে হ'বে। তোমায় একটা কথা বলিনি সুরমা, পাছে তুমি অকল্যাণ ভেবে না যাও। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে;—মনে হোল, সে যেন—সে যেই হোক্ তা'র আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য মন আমার উদ্বেল হোয়ে উঠেছে।

সুরমা

হয়ত ঘুমঘোরে কমলকে স্বপ্ন দেখেছো।

মৃণাল

তাই হ'বে। তাইত বোল্‌ছি আর আমার অপেক্ষা করা চলে না। চল, সুরমা।

[সুরমা নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।]

(অস্থিরভাবে)

চল সুরমা, একি শেষে তুমিও আমার পথের কাঁটা হ'বে ?

সুরমা

(অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে)

না, না, চল।

[সুরমার কাঁধে ভর দিয়া মৃণাল অতি কষ্টে চলতে লাগিল।]

মৃণাল

সুরমা, আজ তোমার ওপর একটু রূঢ় হোয়েছি, কিন্তু যদি জান্‌তে আমার মনের মধ্যে কি ব্যাকুলতা, তবে হয়ত তুমি আমার ওপর রাগ কোরতে পারতে না।

সুরমা

না, না, রাগ কোরবো কেন ?

মৃণাল

তোমার সরল হাসি দিয়ে আমার এ যাত্রাপথ সুগম কোরে তোলো সুরমা।

[সুরমার কাঁধে ভর দিয়া মৃণাল যাইতেছিল। সেই দিক হইতে অন্যমনস্কভাবে সুনীল প্রবেশ করিয়া সুরমাকে দেখিয়া চমকিত হইল।]

সুনীল

(সাশ্চর্য্যে)

এ কি ! এত সকালে কোথায় চলেছো বৌদি ?

সুরমা

(উদ্বিগ্নভাবে)

একটা বিশেষ দরকারে সুনীল।

সুনীল

দরকারটা এমন কি হোল যে আর একটু তুমি অপেক্ষা কোরতে পারলে না? আমি ত তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।

[মৃণালের দিকে লক্ষ্য পড়িল।]

নাঃ, এই যে মৃণালদাও সঙ্গে রয়েছে। কোথায় চলেছো দু'জনে?

[দু'জনাই নীরব হ'য়ে রইলো।]

(সাশ্চর্য্যে)

এ কি, কোন উত্তর নেই?

(মৃণালের উদ্দেশ্যে)

তোমার আজ কি হোল মৃণাল দা?

মৃণাল

(নিজেকে সংযত করিয়া)

আমার শরীর আজ বড় ভালো নয় সুনীল, তাই—

সুনীল

(সহানুভূতিসূচক স্বরে)

বড় কষ্ট হোচ্ছে কি মৃণালদা?

(অভিমানের সুরে সুরমার উদ্দেশ্যে)

বৌদি, আমায় এত পর ভাবো জানতাম না।

সুরমা

(নতমুখে)

না, না, পর ভাব্‌বো কেন ?

সুনীল

এই অসুস্থ শরীরে মৃণালদাকে এতটা পথ হাঁটিয়ে ডাক্তারের বাড়ী না নিয়ে গেলে কি চল্‌তো না ? আমায় একটা খবর দিলে ত হোত। চল, বাড়ী ফিরে চল।

মৃণাল

অসুখ শুধু আমার দেহের নয় সুনীল, অসুখ মনেরও।

সুনীল

ব্যাপার কি খুলে বলো ত ?

[মৃণাল নিরুত্তর।]

তোমাদের আজ হোল কি বৌদি ?

সুরমা

কিছু হয় নি সুনীল।

সুনীল

না, মনে হোচ্ছে কি যেন একটা লুকোবার চেষ্টা কো'রছো তোমরা।

(অভিমানভরে)

বেশ, আমি শুন্‌তে চাই না কিছু,—যাও তোমরা।

[সুনীল চলিয়া যাইতেছিল, মৃণাল বাধা দিল।]

মৃণাল

সুনীল, মিথ্যা অভিমান করিস্ নি তো'র বৌদির ওপর। ও সব কথাই তো'কে বোল্‌তে চেয়েছিলো কিন্তু আমিই বারণ কোরেছিলাম, পাছে তুই বাধা দিস।

সুনীল

(বিস্মিত হইয়া)

আমি বাধা দেবো ?

মৃণাল

হাঁ, রে হাঁ।

সুনীল

তুমি কি বোল্‌ছো মৃণালদা ?

মৃণাল

তবে শোন, আজ আমরা ফিরে চলেছি আমাদের স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে। এখানে তোরা যে স্নেহের বাঁধনে আমাদের বেঁধেছিস, তা' ছিন্ন করা যে কী নির্ম্মম তা' আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কোরেছি, তাই এ ব্যাথার ছোঁয়াচ্ যা'তে তোদের মনে না লাগে, সেই জন্যই কাউকে কিছু না বোলে গ্রাম ছেড়ে চলেছিলাম। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ভিন্ন, তাই পথে তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল।

সুনীল

এত আনন্দের বিষয় মৃণালদা।

(সুরমার উদ্দেশ্যে)

বৌদি, তুমি না বোল্‌তে যে কোন কথাই তুমি আমার নিকট গোপন করো না ?

[সুরমা নিরুত্তর।]

মৃণাল

ওর ওপর মিথ্যা দোযারোপ কোরেছিস কেন সুনীল ?

সুনীল

(আগ্রহসহকারে)

আবার কবে ফিরবে মৃণালদা ?

মৃণাল

তা'র কোন স্থিরতা নেই সুনীল।

সুনীল

তবেই ত তুমি ভাবিয়ে তুল্‌লে মৃণালদা।

(খানিক ভাবিয়া)

আমাদের সমিতির কি হ'বে ?

মৃণাল

আমার উপযুক্ত ভাইটির হাতে দিয়ে গেলাম।

সুনীল

(অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়া)

এ গুরুভার ত আমি বহন কোরতে পারবো না মৃণালদা।

মৃণাল

(দৃঢ়কণ্ঠে)

খুব পারবে।

সুনীল

(সম্মুখে দাঁড়াইয়া)

না তোমাদের কাউকে যেতে দেবো না।

মৃণাল

সুনীল, আজ বারো বছর পরে স্নেহময়ী ভগ্নীর করুণ আহ্বান শুনতে পেয়েছি, সে আহ্বান উপেক্ষা করবার শক্তি ত আমার নেই। তুই বাধা দিস নি, সরল মনে আজ তুই আমাদের বিদায় দে।

(সখেদে)

তুমি বড় স্বার্থপর, তোমার দিকটাই বড় কোবে দেখলে, কিন্তু দেখলে না যে কতগুলো শিষ্যের মন ভেঙ্গে গেলো তোমার এই অবিচারে।

মৃণাল

(অধীরভাবে)

না, না, সুনীল, এ অপবাদ আমায় দিস নি। আচ্ছা, অঙ্গীকার কোরছি যে মাঝে মাঝে, যখন আমায় স্মরণ কোরবি, তখনই আমি আসবো তোদের মাঝে। ওরে, দুঃখের দিনে যা'রা আমায় সস্নেহে স্থান দিয়েছিল তাদের কি আমি ভুলতে পারি ?

সুনীল

কিন্তু শুধু তোমার একা এলেই ত চলবে না, বৌ দিকেও আসতে হ'বে।

(সুরমার উদ্দেশ্যে)

তুমিও অঙ্গীকার করো বৌদি।

সুরমা

মাঝে মাঝে আমিও আসবো সুনীল।

সুনীল

বেশ চল; আমি তোমাদের ষ্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

(সঙ্গে চলিতে চলিতে)

তা'তে কোন আপত্তি নেই ত বৌদি ?

সুরমা

আমার ওপর মিথ্যা অভিমান কোরছিস কেন সুনীল ? তুই কি জানিস না তোর—

সুনীল

(ঈষৎ হাসিয়া, পরে বাধা দিয়া)

আর কথার জাল বুন্‌তে হ'বে না। ফিরে এসো একবার তা'র পর হ'বে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া।

[তিনজনে চলিয়া গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

[দৃশ্য-পরিচয় :—ভুবনমোহনের সুসজ্জিত হল ঘর—দেওয়ালে কয়েকখানি প্রতিকৃতি টাঙ্গানো রয়েছে—সন্ধ্যা হয়-হয়। যবনিকা উঠিতেই দেখা গেলো কমল আরাম কেদারায় অপেক্ষা কোরছে।]

কমল

আজ্‌কের এ বেলা যেন কাট্‌তেই চায় না—কত যুগ ত কেটে গেছে তাঁ'র অদর্শনে কিন্তু এই ক'টি মুহূর্ত্ত যেন অসহ্য দীর্ঘ বোলে মনে হোচ্ছে।

[মালতী প্রবেশ করিল]

আমার চিঠিখানি বিজনবাবুকে দিয়ে এসেছিস মালতী ?

মালতী

হাঁ দিদিমণি।

কমল

তিনি কি বোল্‌লেন ?

মালতী

সন্ধ্যার পরেই তিনি আসবেন।

কমল

মালতী, বারো বছর আগেকার কথা তো'র মনে পড়ে ?

মালতী

কেন পড়বে না দিদিমণি? মনে হয় সে যেন সেদিনের কথা।

কমল

যেদিন দাদা ও বৌদি সামান্য কথার আঘাত সইতে না পেরে বাবার ওপর অভিমান কোরে চলে গেলেন।

মালতী

হাঁ, আমি কিন্তু দেখেছিলাম বিদায়ের সময় বৌদির সকরুণ চাহনি—

কমল

বৌদি আমায় বড় ভালোবাসতেন, নয় মালতী?

মালতী

তখন তুমি সবে আট বছরের—

কমল

কিন্তু সমস্ত ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

(খানিক ভাবিয়া)

মালতী তোর কি মনে হয়?

মালতী

কি দিদিমণি?

কমল

দাদা আজ রাত্রে ফিরে আসবেন?

মালতী

নিশ্চয়ই।

কমল

তাই হ'বে। নিঃস্বার্থ নিবেদন ভগবানের চরণে আগে পৌঁছায়।

(দৃঢ়কণ্ঠে)

তাঁ'রা আসবেই, আমাদের সকরুণ আহ্বানে নয়, তোদের ব্যাকুল কামনায়।

আমি এখন আসি দিদিমণি ; অনেক কাজ বাকী আছে।

[কমল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল. মালতী চলিয়া গেলো। কমল ধীরে ধীরে আরাম কেদারা হইতে উঠিয়া তা'র ভা'য়ের প্রতিকৃতির সাম্‌নে গেলো।]

কমল

কতদিন তোমায় দেখিনি, তোমার মূর্ত্তি ঠিক মনেও নেই ; অন্তরে যে মূর্ত্তি গড়ে ওঠে, মিলাতে আসি এই প্রতিকৃতির সঙ্গে, কিন্তু মেলে না ত ঠিক। আজকে দেখ্‌বো আমার মানসপটে তোমার যে ছবি আঁকা আছে সেই ঠিক না এই প্রতিকৃতি ঠিক।

[বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ]

বিন্দু

একলাটি ঐ ছবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কি কোরছিস কমল ?

কমল

(সচকিতে)

পিসি, বারো বছরে কি মানুষের চেহারা বদ্‌লে যায় ?

বিন্দু

তা' যায় বই কি কমল।

কমল

(হতাশভাবে)

তবে ত হোল না পিসি, মিল্‌বে না ত আমার মানসপটে আঁকা তাঁ'র ছবি, যা' গোপনে সবার অন্তরালে অমলিন রেখে দিয়েছি আমি।

বিন্দু

তুই কা'র কথা বোল্‌ছিস কমল ? তো'র অভাগিনা মায়ের—

কমল

না পিসি, সে মূর্ত্তি ত শত চেষ্টারও আমি কল্পনায় আন্‌তে পারি না।

বিন্দু

তা' কেমন কোরে পারবি কমল, তখন ত তুই সবে দু' বছরের।

কমল

পিসি, যাঁ'কে পাওয়া যাবে না আমার অন্তরের সমস্ত ব্যাকুল কামনা দিয়েও, তাঁ'র জন্য মিথ্যা শোক আমি করি না। আমি বোল্‌ছিলাম দাদার কথা।

বিন্দু

বেশ ত আর একটু পরেই মিলিয়ে দেখিস না তোর অন্তরের মূর্ত্তির সঙ্গে তো'র দাদার বর্ত্তমান চেহারা।

কমল

কিন্তু পিসি, যদি সে আসে নূতন মূর্ত্তিতে, অচেনা বেশে, তবে হয়ত একটা অহেতুক কুণ্ঠা আমায় ঘিরে থাক্‌বে। এই কুণ্ঠাই আজ বড় হোয়ে দাঁড়াবে আমাদের পরিচয়ের মাঝে।

বিন্দু

তা' কি কখনো হয় কমল ?

কমল

(হাত ধরিয়া)

•আমার একটা অনুরোধ রাখবে পিসি ?

বিন্দু

তোর কোন্ অনুরোধ আমি রাখি নি কমল ?

কমল

(গদ্‌গদভাবে)

সেই জন্যই ত অসহ্য আবদারে তোমায় অতিষ্ঠ কোরে তুলি।

(সকাতরে)

আজ দাদা এলে অভিমানের বাঁধ সরিয়ে তা'কে তোমায় সাদর অভ্যর্থনা কোরতে হ'বে।

বিন্দু

এ কথা আমি ভুলি নি কমল, যে আজ্‌কের এ উৎসবের আলো অভিমানের বর্ত্তিকায় জ্বল্‌বে না।

কমল

(স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া)

এই কথাটাই মনে রেখো পিসি।

বিন্দু

যাক্ যে কথা বোল্‌তে এসেছিলাম শোন্ কমল। তো'র বাবা বোল্‌ছেন যে আজ্‌কে উৎসব বন্ধ রাখাই সমীচীন।

কমল

(ভয়-নিরুদ্ধ কণ্ঠে)

কেন পিসি ?

বিন্দু

সে আসবে কতদিনের পর, হয়ত কৃত অপরাধের একটা কল্পিত লজ্জা নিয়ে সে আসবে। সবার সকৌতুক চাহনির মাঝে সে হয়ত আড়ষ্ট হোয়ে উঠ্‌বে।

কমল

কিন্তু আর ত হয় না পিসি—আমি নিজে গিয়ে যে সবাইকে নিমন্ত্রণ কোরে এসেছি ; তা'রা সব এলো বোলে। তুমি যাও পিসি, আয়োজনের ত্রুটী কোরো না, চমক লাগাতে হ'বে দাদার মনে উৎসবের এ আকস্মিকতায়। আমি বাবাকে সব বুঝিয়ে বোল্‌বো।

[বিন্দু ভিতরে গেলো, অন্যমনস্ক-ভাবে কমল কেদারায় বসিয়া গুন্ গুন্ সুরে গাহিতে লাগিল।]

(গান)

মত্ত মধুপ আকুল হোয়ে
যে গান গাহে গুঞ্জনে,
সে-তান আজি উঠ্‌লো বেজে
চিত্তবীণার নিস্বনে।
ঝরে পড়ার গভীর ব্যথা,
ভুল্‌লো আজি কল্পলতা।

চরণ-ধ্বনি কোন অতিথির
বাজ্‌লো হৃদয়-অঙ্গনে ?
উতল হাওয়ায় কাহার ছোঁয়াচ্‌
লাগ্‌লো মধুর কম্পনে ?

[সঙ্গীত শেষ হ'বার পূর্ব্বেই বিজন
নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।]

বিজন

কমল !

কমল

(চমকিত হইয়া)

এসেছেন বিজনবাবু ?

বিজন

এখনও এ ঘর তোমার সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাসে ভরপুর, মনে হোচ্ছে সমস্ত ধরা বুঝি এই সুরময়, সঙ্গীতময়।

কমল

আজ আমি বড় আনন্দিত বিজনবাবু। আনন্দের এ উচ্ছ্বাস চেপে রাখ্‌তে পারছি না আমার এ ক্ষুদ্র বুকে।

বিজন

তোমার এ উচ্ছ্বাসের কারণ আমি জান্‌তে পারি না কমল ?

কমল

কেন পা'বেন না বিজনবাবু ? বারো বছর যাঁ'কে দেখিনি অথচ হৃদয়ের

প্রতি পরতে আঁকা আছে যাঁ'র ছবি, আমার সেই স্নেহময় দাদাকে আজ ফিরে পাবো। বলুন ত' এ কি আমার কম সুখ ?

বিজন

(সাশ্চর্য্যে)

সত্যি ! কাল ত এ সংবাদ আমি পাই নি।

কমল

আপনি চলে যা'বার একটু পরেই বাবার নামে একটা টেলিগ্রাম এলো। বাবা ত ভয়ে খুল্‌তেই চান না; অনেকক্ষণ রেখে দিলেন তাঁ'র হাতের মধ্যে, পরে আমার অনুরোধে, পিসীর আশ্বাসে, খুলে দেখ্‌লেন যে তাঁ'র স্নেহময় পুত্র ফিরে আসবে আবার তাঁ'র স্নেহাঞ্চলে। কত নৈশ মিলন আমাদের কেটে গেছে যাঁ'র আলোচনায় স্বপনপুরীর কথার মতো, আজ সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হ'বে।

বিজন

কমল, তোমার স্বপ্নকুসুম আজ প্রস্ফুটিত হ'বে আর আমার স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা মালা কি অযতনে ঝরে পড়ে যাবে ?

কমল

ঝরে পড়ে যাবার কোন আভাস পেয়েছেন বিজনবাবু ?

বিজন

কিন্তু বিকশিত হ'বার কোনো আভাস আজো পাই নি।

কমল

তা'তে দুঃখ কি বিজনবাবু, আজো যা পাওয়া যায় নি তা' যে অপ্রাপ্তির মধ্যেই থেকে যা'বে এ কথা আপনাকে কে বোল্‌লে ?

বিজন

আশা-নিরাশার মধ্যে আর আমি থাক্‌তে পারি না কমল। মুখ ফুটে এতদিন যা’ বোল্‌তে সাহস করি নি, আজ সেই কথাই বোল্‌বো।

কমল

চোখের ভাষা কি মুখের ভাষার চেয়ে কম অর্থহীন? আপনার অন্তরের ব্যাকুলতা সমস্তই চোখের ভাষায় প্রতিভাত হোতে দেখেছি আর অন্তরে আমার পুলকের লহর বয়ে গেছে।

বিজন

কিন্তু তোমার উদাস চাহনিতে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। আমি বড় সন্দিহান্; মন আমার বড় ভঙ্গুর। আজ্‌কের বিশ্বাস আমার, কাল্‌কের অবিশ্বাসে পরিণত হয়। তাই কতদিন কৌশলে জান্‌তে চেয়েছি তোমার মুখের একটী কথা, কিন্তু আজো তা’র যথার্থ উত্তর পাই নি।

(খানিক থামিয়া)

মনে পড়ে আমাদের প্রথম পরিচয়ের কথা?

কমল

হাঁ, যেদিন আমি পথ হারাই। পথের সন্ধানে ব্যর্থ চেষ্টার পর আকুল অন্তরে চোখ বুজে দেবতার চরণে নিবেদন জানালাম, চোখ খুলে প্রথম দেখ্‌লাম আপনাকে, অপলক নয়নে চেয়ে রইলাম ঐ মুখের দিকে। কোথায় গেলো আমার আজীবন সংস্কার, আর কোথায় গেলো আমার নারীসুলভ লজ্জা? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হোতে কে যেন বোলে উঠ্‌লো, “ওরে, যে দেবতার চরণে নিবেদন জানিয়েছিস সে যে তো’র চোখের সাম্‌নে—”

বিজন

কপোল বেয়ে তোমার অশ্রুধারা আমার চরণে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়তে লাগ্‌লো। জিজ্ঞাসা কোরলাম তোমার পরিচয়—অকুণ্ঠিত চিত্তে জানালে তোমার বিপদের কথা।

কমল

সেদিনও যেমন বিশ্বাস কোরে আপনার উপর নির্ভর কোরেছিলাম, আজো তেমনই সমান বিশ্বাসে আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

বিজন

কিন্তু সেদিনও তুমি যেমন রহস্যময়ী ছিলে আজো আছো তেমনই।

কমল

(বিস্ময়ের ভাণ করিয়া)

আমাদের এতদিনের পরিচয়ে কি বন্ধুত্বের বন্ধন নিবিড়তর হয় নি বিজনবাবু ?

বিজন

কিন্তু কি কোরবো আমি এই বন্ধুত্বের বন্ধন নিয়ে ; নিবিড়তম বন্ধনের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কতদিন, কতদিন ধরে।

কমল

কিন্তু এই বন্ধুত্বের বন্ধনই কি একদিন আপনার কাম্য ছিলো না ?

বিজন

ছিলো কমল, ছিলো। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হোতে পারি না। পাওয়ার প্রাচুর্য্যে আমার আকাঙ্ক্ষার গণ্ডী আজ বেড়ে গেছে। একদিন পা'বো না জেনে যেটুকু পেয়ে সন্তুষ্ট হোতাম আজ

সেটুকু পেয়ে কেবলমাত্র সেইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারি না। তখনকার কাম্য প্রাপ্তিসাগরে লয় পেয়েছে; নূতন কামনা তাই সে স্থান অধিকার কোরেছে।

কমল

এখনকার কাম্য যদি আবার অনাগত দিনের প্রাপ্তিসাগরে লয় পায় ত আমার তখনকার অবস্থা কি হ'বে বিজনবাবু?

বিজন

তোমার কি মনে হয় কমল?

কমল

দেবার সীমানায় যখন পৌছাব, তখন আপনার অনাদর হ'বে আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

বিজন

(সখেদে)

এত হীন আমি নই কমল, এত হীন আমি হোতে পারি না।

কমল

(নিম্নস্বরে)

তর্কের খাতিরে যদি আমি আপনাকে আঘাত কোরে থাকি ত আমার অপরাধ ক্ষমা করুন বিজনবাবু।

বিজন

এতে অপরাধ ত কিছু নেই কমল। আমাদের এতদিনের পরিচয় যদি তোমার মনে এই ধারণাই জাগিয়ে থাকে, তবে তা' স্বীকার করায় কোনো অপরাধ নেই।

কমল

আপনি না বোল্‌লেও আমার অপরাধ হোয়েছে, তবে তা' এ তর্ক-বিতর্কের মাঝে নয়, আমার কামনা গোপন করায়। তবে শুনুন, আমিও ভালোবাসি আপনাকে, আর আজ তা' প্রথম নয়।

[ক্ষণমুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া বেগে ভিতরে গেলো। অল্পক্ষণ পরে বিন্দু কমলের সন্ধানে এলো।]

বিন্দু

(ভিতর হইতে ডাকিতে ডাকিতে)

কমল, কমল। এই যে বিজন একলাটি বোসে? কমলের সঙ্গে তোমার দেখা হোয়েছে?

বিজন

দেখা! হাঁ, পলকের জন্য তা'র সঙ্গে দেখা হোয়েছে, কিন্তু কি জন্য আমায় অকস্মাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলো, সে কথা ত বোলে গেলো না।

বিন্দু

(ঈষৎ হাসিয়া)

এম্‌নিধারা খামখেয়ালী ও চিরকাল, সব কাজে কৌতূহল আছে, ঔৎসুক্যও আছে, নেই কেবল তা'র সমাধানের চেষ্টা।

বিজন

(সাশ্চর্য্যে)

কিসের সমাধান পিসি?

বিন্দু

তুমি বুঝি শোন নি?

বিজন

কি ?

বিন্দু

মৃণাল, বারো বছর পরে আজ রাত্রে ফিরে আসবে।

বিজন

ওঃ, এ খবর আমি পেয়েছি কমলের কাছ থেকে, কিন্তু কি যে কোরতে হ'বে জানি না।

বিন্দু

আয়োজনের আকস্মিকতায় কমল তা'র ভা'য়ের মনে চমক লাগাতে চায়; তাই বোধ হয় তা'কে সাহায্য করবার জন্য তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলো। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কমলকে।

[বিন্দু ভিতরে গেলো]

বিজন

(আপন মনে)

হারানো ভাইকে ফিরে পা'বে কমল, আর আমি পেলাম শান্তি যা' বিদায় নিয়েছিলো আমার মন থেকে পরিচয়ের প্রথম রাত্রে। মানুষের এ কি স্বভাব? ক্ষণমুহূর্তের পরিচয় শাশ্বত কোরে তোল্বার তা'র কী অসীম আগ্রহ! নিজেকে নিঃস্ব করবার একি ব্যাকুলতা? প্রতিদান পেয়েও শান্তি নেই, মনে হয় কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সেই কল্পিত ব্যবধান সরাবার জন্য কী অসীম উৎসাহ!

(খানিক ভাবিয়া)

ভালোবাসার সঙ্গে তুলনা হোতে পারে মরীচিকার—যে তা'র সন্ধানে পাড়ি দেবে, অশান্তি-সাগরের প্লাবন হোতে নিষ্কৃতি তা'র নেই।

[খানিক পরে কমল মালতীর সঙ্গে প্রবেশ করিল—মালতীর হাতে দু'টি মঙ্গলঘট।]

কমল

(বিজনের উদ্দেশ্যে)

হাঁ, একটা কথা বোল্‌তে ভুল হোয়ে গেছে, দু'টি ভালো ফুলের মালা কিনে আন্‌তে হ'বে দাদা ও বৌদির জন্য।

বিজন

(কেদারা হইতে উঠিয়া)

আর কোন প্রয়োজন নেই?

কমল

না, আর সব আয়োজন আমি কোরছি। শীঘ্র ফিরবেন সময় বেশী নেই।

বিজন

(যাইতে যাইতে)

আমি এই এলাম বোলে।

কমল

চ' মালতী, সদর দরজায় মঙ্গলঘট দু'টো রেখে আসি।

[মালতী ও কমল চলে গেলো। খানিক পরে কথা কহিতে কহিতে ভুবনমোহন ও বিন্দুর প্রবেশ।]

ভুবন

(আরাম কেদারায় উপবেশন করিয়া)

কমল কি বোল্‌লে বিন্দু?

বিন্দু

সে কিছুতেই রাজী হোল না; মন তা'র এখন অজানা আনন্দের আবেগে নেচে উঠেছে। তা'কে আর বাধা দিয়ে কাজ নেই দাদা।

ভুবন

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)

বিন্দু, আমারও কি মন চায় না, উৎসবের মাঝে ভুলিয়ে দিতে তা'র অতীতের গ্লানি কিন্তু তবু কেন ব্যথাতুর মন নিয়ে এ উৎসব বন্ধ রাখ্‌তে বোল্‌ছি জানিস্‌?

(অবসন্নভাবে)

কমল সংসার-অনভিজ্ঞা, সে হয়ত বুঝ্‌বে না আমার কথা কিন্তু তোর ত অবুঝ হোলে চল্‌বে না।

বিন্দু

বুঝি সবই দাদা, কিন্তু কোন্‌ প্রাণে তা'র এ সাধে বাদ সাধি? কতদিন পরে তা'র মুখে হাসির কণা ফুটে উঠেছে—

ভুবন

(বাধা দিয়া)

তো'রা সবাই হয়ত আমায় খুব নিষ্ঠুর ভাব্‌ছিস, কিন্তু আমি ততটা নিষ্ঠুর নই বিন্দু। তবু এ উৎসবে মন আমার সাড়া দেয় না কেন শোন। কাল রাত থেকে অতীতের সব কথা আমার মনের মাঝে ভিড় কোরেছে। রাত্রে আধ-ঘুমঘোরে দেখলাম কমলের মা সেই ভুবন-ভোলানো হাসি নিয়ে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। কেমন একটা হিম-তুহিন স্পর্শে তন্দ্রা আমার টুটে গেলো তবু নিঃসাড়ে শুয়ে রইলাম। লোভাতুর মন আমার ব্যাকুল অপেক্ষায় চেয়েছিলো তা'র আর একটি

পরশ। সে যে কেমন একটা আলোছায়ার মেলামেশা। আমি যেন একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলে গেলাম, দেখলাম আমার লক্ষ্মীর রূপ যেন আর ধরে না। সেই পরিচিত হাসি হেসে সে যেন জিজ্ঞাসা কোরলে 'অমন নিস্পলক চেয়ে রয়েছো কেন? ...আমায় চিন্‌তে পারলে না বুঝি?' এ মধুর আবেশ বহুদিন পাই নি, তাই ত উত্তর দিলাম না। জানি ওরা অশরীরী মায়া, হয়ত আমার উত্তর পেলেই চলে যাবে; তাই চুপ কোরে রইলাম।

বিন্দু

(সাগ্রহে)

তা'র পর।

ভুবন

আবার শ্রান্ত হিয়া কখন তন্দ্রার আবেশে ঢলে পড়েছে জানি না। অস্ফুট আর্ত্তনাদে সে তন্দ্রাও আমার টুটে গেলো। পরিচিত স্বর যেন আমার কানে ভেসে এলো। আক্ষেপ-ভরা সুরে শুনলাম মৃণাল বোলছে "সুরমা, রাত্রি অবসানের আর কত দেরী? ততক্ষণে কি আমার এ যন্ত্রণার উপশম হ'বে না? আর ত পারি না····· উঃ।" ওরে, সে ব্যথার আর্ত্তনাদ যেন আমার গৃহকোণ হোতে উঠ্‌লো আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে গেলো সে কান্নার রেশ। ধীরে ধীরে উঠ্‌লাম শয্যা ছেড়ে, অতি সঙ্কোচে জ্বাল্‌লাম প্রদীপ, তন্ন তন্ন কোরে খুঁজ্‌লাম সারা ঘরটা কিন্তু কোথায় সুরমা আর কোথায় মৃণাল?

বিন্দু

থাক্ ও কথা থাক্ দাদা।

ভুবন

না, না, তা'র পর শোন। নৈরাশ্যের ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লো আমার মন; অস্থিরভাবে বারকয়েক পায়চারি কোরলাম সারা ঘরটা। লুব্ধ মন আমার চাইছিলো আবার সে স্বপ্নে ভুলিয়ে দিতে তা'র অস্তিত্ব কিন্তু গা আমার শিউরে উঠ্ছিলো। আমার মনের মাঝে দ্বন্দ্ব সুরু হোল, অবশেষে জয় হোল লুব্ধ মনের। আবার শয্যায় গা ঢেলে দিলাম। আমি বুঝতে পারি না এত ঘুম আমার কাল এলো কোথা হোতে? আবার অনুভব কোরলাম কমলের মা এসেছে; পরিচিত পায়ের শব্দে গৃহকোণ মুখর হোয়ে উঠ্লো। হঠাৎ শ্লেষ-মাখানো সুরে সে যেন বোল্লে "তোমার হাতে আমার ছেলের এত অনাদর হ'বে জান্তাম না। তা'র সমস্ত সন্তাপ ভুলিয়ে তাই আমি তা'কে আজ বুকে তুলে নিয়েছি।" মিনতির সুরে তা'কে বোল্লাম "সত্যি আমার অন্যায় হোয়ে গেছে; আর একটি সুযোগ আমায় দাও।" উত্তরে সে বোল্লে "বারোটি বছর অপেক্ষা কোরেছিলাম এরই জন্য। জানো না সন্তানের অনাদর মা'র প্রাণে কেমন বাজে? তা'কে এখন যেখানে এনেছি সেখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না।" মিনতি-মাখানো সুরে তা'কে অনুরোধ কোরলাম কিন্তু উত্তরে পেলাম তা'র ব্যঙ্গভরা অট্টহাসি যা'র সঙ্গে জীবনে আমার কোনদিন পরিচয় ছিল না। বিন্দু! কমল!

বিন্দু

কমল যে নেই দাদা, আমি তা'কে ডেকে আন্ছি।

ভুবন

না কাজ নেই। আচ্ছা বিন্দু, স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয়?

বিন্দু

(মাথা নাড়িয়া)

না দাদা, অসংলগ্ন স্বপ্নের কোন সার্থকতা নেই।

ভুবন

(উল্লাসে)

তুই সত্য কথা বোলেছিস বিন্দু। স্বপ্ন দুর্ব্বল মনের বিভ্রম, তাই ত আমি এতে কোন আস্থা স্থাপন করি নি।

[কমল প্রবেশ করিল।

কমল

আমায় ডাক্‌ছিলে বাবা ?

ভুবন

হাঁ, মা।

কমল

কেন বাবা ?

ভুবন

(কমলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে)

আমি বোল্‌ছিলাম আজকের এ উৎসব স্থগিত থাক্; আর একদিন হ'বে। আজ হয়ত সে লজ্জা পা'বে সবার সকৌতুক দৃষ্টির মাঝে।

(খানিক পরে)

আজ্‌কের এ উৎসব ত মুখর হোতে পারে না, এ যে পিতাপুত্রের, ভ্রাতাভগ্নীর নীরব, ভাষাহীন, অনুভূতিময় মিলন।

কমল

কিন্তু বাবা আমি যে অনেকদূর এগিয়েছি।

ভুবন

(অনুযোগের সুরে)

এ তোর বড় অন্যায় কমল, আমায় একটিবারও জিজ্ঞাসা না কোরে—

[বিন্দু ভিতরে গেলো।]

কমল

সত্যি বাবা, আমার অন্যায় হোয়ে গেছে।

ভুবন

(মাথা নাড়িয়া)

না, না, অন্যায় তোর হয় নি মা, অন্যায় আমার। একযুগ পরে ভগ্নীর স্নেহাঞ্চলে ফিরে আসবে তা'র ভাই, ভগ্নীর প্রাণে কি জাগে না তা'দের এ মিলনের আলো প্রোজ্জ্বল কোরে জ্বাল্‌তে? তুই ঠিকই কোরেছিস মা কিন্তু যদি বুঝ্‌তিস অন্তরে আমার কি ঝড় বইছে তবে বোধ হয় তুই আজ্‌কের এ আয়োজন বন্ধ রাখ্‌তিস।

কমল

আজ্‌কে মিলনের বর্ষণে এ ঝড় শান্ত হোয়ে যা'বে বাবা।

ভুবন

তোর মত সরল প্রাণ নিয়ে এ কথা আমি বিশ্বাস কোরতে পারি না, তাই না প্রশমিত অশান্তির ঝড় দ্বিগুণবেগে বইতে সুরু কোরেছে আমার অন্তরে। সে আসবে ফিরে বারো বছর পরে, কিন্তু আনন্দের উৎস ক্ষীণ হোয়ে আসে কেন?

কমল

(অনুযোগের সুরে)

বিশ্বাস হারালে চল্‌বে কেন বাবা?

ভুবন

কিন্তু তুই যদি আমারই মত ভুগতিস তবে তোরও বিশ্বাস হারিয়ে যেতো কমল। জীবনে যে আলো লক্ষ্য কোরে ছুটেছি বারবার, সে হোচ্ছে আলেয়ার আলো। যখনই মনে হোয়েছে জীবনের কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট পথের খুব কাছে এসেছি তখনই দেখেছি লক্ষ্যপথ থেকে দূরে, বহুদূরে চলে গেছি। বল দেখি কমল, কেমন কোরে নির্ভর কোরতে পারি কোন না-পাওয়া জিনিষের ওপর ?

কমল

কিন্তু বাবা যে হতভাগ্য, বারো বছর ধরে পায় নি পিতার স্নেহ, ভগ্নীর ভালোবাসা, তা'কে আজ কেমন কোরে অতি-সাধারণের মত বরণ কোরবো ?

ভুবন

তাই ত মা দোষ তোকেও দিতে পারি না। সুখের কল্পনাও যে আমি কোরতে পারি না,—আমার মনে হয় এ সুখ নয়, এ কোন অমঙ্গলের অগ্রদূত।

কমল

চল বাবা, ভিতরে চল, তুমি বড় শ্রান্ত।

[কমলের কাঁধে হাত দিয়া ভুবনমোহন ভিতরে গেলো। বাহির হইতে গান গাহিতে গাহিতে বাউল প্রবেশ করিল।]

(গান)

ওরে ক্ষ্যাপা, মনের মাঝে জ্বালিস্ কেন
নানান্ রঙের আলো ?
শেষের দিনে নয়ন-পথে
নাম্‌বে যখন কালো,
তখন কি আর লাগ্‌বে ভালো
উৎসবের এ আলো ?
স্বপনকথা মনের মাঝে
আন্‌বে কেবল কালো ;
নিভিয়ে ফেলো, নিভিয়ে ফেলো
রঙীন্ যত আলো।

[শশব্যস্তে কমল প্রবেশ করিল।]

কমল

ও গান বন্ধ করো বাউল ;—এই নাও আমার অঞ্জলিপূর্ণ নিবেদন। আশীর্ব্বাদ কোরে যাও যে উৎসবের আলো আজ জ্বালিয়ে তুলেছি তা' যেন চির প্রোজ্জ্বল হোয়েই জ্বলে।

বাউল

নিজের খেয়ালে গাইছিলাম, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ত এ গান গাই নি তবে তুমি কেন ভয় পাচ্ছো দিদিমণি ?

কমল

বাউল যদি বুঝ্‌তে অন্তরে আমার কি ঝড় বইছে ;—যদি জান্‌তে

সবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোরে আমি যে উৎসবের দীপ আজ জ্বালিয়েছি, সে দীপ যদি নিষ্প্রভ হোয়ে যায়!

(নিকটে সরিয়া আসিয়া কাতরকণ্ঠে)

পরিপূর্ণ অন্তরে আমায় আশীর্ব্বাদ করো বাউল।

বাউল

তোমার প্রেরণার পশ্চাতে যে আশীষ লুকানো আছে, তা'তেই তোমার কল্যাণ হ'বে।

[বাউল চলে গেলো ; অবসন্নভাবে কমল আরাম-কেদারায় বসিল।]

কমল

যে আনন্দ নিয়ে কাল্‌কের রাত্রি প্রভাত হোয়েছিলো, সে আনন্দের কণাও ত পাচ্ছি না আজ বেলাশেষে।

[ধীরে ধীরে রেবা প্রবেশ করিল।]

রেবা

আমি এসেছি কমল, একটু আগেই এসেছি। উৎসবের আলো আমি সহ্য কোরতে পারি না, তাই সে দীপ জ্বলে ওঠ্‌বার আগেই আমি চলে যেতে চাই। না এলে পাছে তুই রাগ কোরিস তাই এসেছি, নইলে এ অবসন্ন মন নিয়ে আমি কিছুতেই আসতাম না।

কমল

(বিরক্তি সহকারে)

রেবা, আজকে তোরা সবাই মিলে কি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোরেছিস?

রেবা

(সাশ্চর্য্যে)

কেন ?

কমল

(আপন মনে)

বার বার এই একই সংশয়ের রেখা !

(রেবার উদ্দেশ্যে)

উৎসবের বিরুদ্ধে এ অভিযান তোদের কেন ?

রেবা

(সঙ্কুচিতভাবে)

কিন্তু এ আলো যে আমি সইতে পারি না কমল। এ মিথ্যা অভিনয় নিয়ে আমি যে আর তৃপ্ত হোতে পারি না।

[কমল রেবার মুখের পানে অবাক হোয়ে চেয়ে রইলো।]

কমল

তোর আজ হ'লো কি রেবা ?

রেবা

(সোৎসুকে)

ছেলেবেলার কথা তোর মনে পড়ে কমল ?

কমল

সে সব ভুলতে আমি আজো পারিনি রেবা। অতীতের সে দিনগুলো সযত্নে স্মৃতির মন্দিরে তুলে রেখেছি।

রেবা

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)

কিন্তু ও ব্যর্থ স্মৃতিকণা আমায় কম পীড়ন করে না কমল। যদি অব্যাহতি পেতাম এই স্মৃতির হাত থেকে।

কমল

রেবা কিসের ব্যথা আজ তোর মনে বেজে উঠেছে? মনে হোচ্ছে কি যেন তুই গোপন কোরছিস।

রেবা

কখনও কোনো কথাই ত তোকে গোপন করি নি, আজ একথাও গোপন রাখ্‌বো না বোলেই ছুটে এসেছি। তোর সঙ্গে দেখা হোলেই যাঁ'র আদর সোহাগের কথা বোলে ফুরোতে পারতাম না, আজ কোন্ মুখে তাঁ'র অনাদরের কথা বোল্‌বো?

[কমল বিস্ময়ে চেয়ে রইলো।]

কমল

নির্ম্মলবাবুর এ পরিবর্ত্তন কেমন কোরে সম্ভব হ'লো? তোর প্রতি তাঁ'র ভালবাসা ছিলো অতল, নিশ্চঞ্চল।

রেবা

উপমা যত বেশী শ্রুতিমধুর, ততই তা' কাল্পনিক। বাস্তবের সংঘাতে দেখ্‌তিস তা'দের মূল্য কতটুকু। পুরুষের ভালোবাসা আদৌ নিশ্চঞ্চল নয় কমল—ওরা করে ভালোবাসার ভাণ। সুমধুর বাক্য-বিন্যাসে নারীর মুকুলিত হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত কোরেই পরক্ষণে দলে চলে যায়।

পুরুষের নির্ম্মমতার পরিচয় আজো তুই পাস্ নি তাই হয়ত আমার সব কথা বুঝ্‌বি নি।

কমল

কিন্তু নির্ম্মলবাবু যে তোকে যথার্থই ভালোবাসতেন রেবা।

রেবা

(অশান্তভাবে)

তিনিও ঠিক এই কথাই আমায় বোঝাতে চান্ যে আজো তাঁ'র ভালোবাসা রয়েছে অটুট। কিন্তু কমল মানুষ কখনও দু'জনাকে ভালোবাসতে পারে না।

কমল

কিন্তু রেবা, স্বষ্টির আদিম যুগ থেকেই মানুষ ভালোবেসে আসছে একাধিক ব্যক্তিকে। অগ্নিমিত্র দুই স্ত্রীর পর মালবিকাকে ভালোবাসলেন আর সেই ভালোবাসাই হ'লো আদর্শ।

রেবা

কাব্যের চোখ দিয়ে মানুষের হৃদয় বিচার কোরিস নি। দ্বিতীয়ার প্রতি অনুরাগ ভালোবাসা নয়; রূপজ মোহ। হয় তাঁ'র ভালোবাসা ছিল না কোনদিনই আমার ওপর—যা' ছিল তা' ঐ রূপজ মোহ। স্থায়িত্বের দাবী নিয়ে ত আসে না এ আসক্তি, তাই এত ভঙ্গুর হ'লো আমাদের মিলন।

কমল

এও ত হোতে পারে রেবা, যে তিনি যথার্থই ভালোবাসেন তোকে আর দ্বিতীয়ার প্রতি অনুরাগ তাঁ'র ক্ষণিকের মোহ।

রেবা

(ভগ্নকণ্ঠে)

তাই যদি হয় ত কোন্ প্রাণে আমি এ অনাদর সহ্য কোরবো বল্ কমল। আমি স্পষ্ট দেখ্তে পাচ্ছি, আমার ভালোবাসার আসন স্থানচ্যুত, অপরের আসন সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কমল

কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চল্বে কেন রেবা, যে স্ত্রীর অঞ্চল ছাড়া পুরুষের ভিন্ন জগৎ আছে। শত প্রলোভন যদি ধাঁধায় তা'দের চোখ ত স্ত্রীর কি উচিৎ স্বামীকে উপেক্ষা করা ?

রেবা

(উত্তেজিতভাবে)

আর যদি ক্ষণমুহূর্ত্তের উত্তেজনায় এই বহির্জগতের সংস্পর্শে নারী আসে ত সমাজের অনুশাসনে তা'র পবিত্রতা হয় ক্ষুণ্ণ। কিন্তু পুরুষদের বিধান স্বতন্ত্র।

কমল

হিন্দুনারীর আদর্শ যে ভিন্ন রেবা।

রেবা

(হতাশভাবে)

মিথ্যা আদর্শ নিয়ে আমি আর কি কোরবো কমল ? আমি এখন ভাবি কমল, কেমন কোরে ফিরে পা'বো যে ভালোবাসা আমি তাঁ'কে দিয়েছি। তাঁ'কে ভুলে আমি চাই শান্তি। আমায় সেই শান্তির সন্ধান দিতে পারিস কমল ?

[খানিকক্ষণ দু'জনা চুপ কোরে রইলো।]

কমল

পা'বার প্রত্যাশায় ভালোবাসলেই বিড়ম্বনা সইতে হয় অনেক। দেবার আনন্দে যদি বিলীন কোরতে পারিস তোর সমস্ত কামনা, নির্ব্বিকার চিত্তে যদি সহ্য কোরতে পারিস তাঁ'র সমস্ত অবিচার, তবেই তুই পা'বি যথার্থ শান্তির সন্ধান।

রেবা

উপদেশছলে এ কথা আমিও বুঝিয়েছি আমার মনকে, কিন্তু মন ত আমার মানে না এ উপদেশের বাঁধন—ছুটে যায় অবিরাম ভাঙ্গনের পথে। তাঁ'কে ভোল্‌বার আর কোনো উপায় নেই কমল?

কমল

(ঘাড় নাড়িয়া)

না, রেবা আর ত কোনো উপায় নেই।

[পাতায় জড়ানো ফুল ও মালা লইয়া বিজন প্রবেশ করিল; লক্ষ্যই পড়লো না তা'র যে সেখানে রেবা আছে।]

বিজন

কমল, এই ফুলগুলো দিয়ে সাজাও সমস্ত গৃহকোণগুলি—

[কমল পাতায় মোড়া ফুলের মালা খুলিতে লাগিলো।]

কমল

কিন্তু এতগুলো মালা আন্‌তে গেলেন কেন?

বিজন

যাঁ'রা আসবেন শুধু তাঁ'দের জন্যই ত আনি নি। আজ যে আমাদেরও—

[কমল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতে রেবাকে দেখাইয়া দিলো।

কমল

(বাধা দিয়া)

বিজনবাবু, আপনার সঙ্গে পরিচয় কোরিয়ে দিতে ভুলে গেছি আমার বান্ধবী রেবার সঙ্গে। বড় সুন্দর গান গায় ও। আর রেবা ইনিই হোচ্ছে বিজনবাবু, যাঁ'র কথা তোকে কতবার বোলেছি।

[বিজন ও রেবা পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার করিল।]

রেবা

আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ পেয়ে সুখী হ'লাম।

বিজন

কিন্তু শুধু মৌখিক পরিচয়ে আমি ত সুখী হোতে পারলাম না।

রেবা

(সহাস্যে)

আর কি পরিচয় আপনি চান্?

বিজন

যে পরিচয় পেলাম কমলের মুখে, তা'র একটা নিদর্শন।

রেবা

আজ আমায় ক্ষমা করুন বিজনবাবু আমার অক্ষমতার জন্য—মন

আজ আমার বড় অবসন্ন। আর একদিন আসবো মনের সুস্থিরতা নিয়ে, সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা রইলো।

(কমলের উদ্দেশ্যে)

আমি তবে এখন আসি কমল।

[রেবা যা'বার জন্য দাঁড়াইলো ও বিজনকে নমস্কার করিল, বিজনও প্রতি-নমস্কার করিল। কমল রেবাকে বাহির অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।]

বিজন

উনি এত শীঘ্র চলে গেলেন কেন?

কমল

স্বামীর নির্ম্মমতায় আজ ওর মন ভেঙ্গে গেছে। আমি ভেবে আশ্চর্য্য হোয়ে যাই বিজনবাবু, একবৎসর আগে যে ছিলো স্বামীর হৃদয়ের সবটুকু ঠাঁই জুড়ে, আজ তা'কে সামান্য আশ্রয়ের জন্য নিষ্ফল আবেদন কোরতে হয় কেন?

বিজন

ও'র এ ধারণা হয়ত ভুলের ওপর কমল।

কমল

প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে ওর মুখে সমস্ত শুনে আমার ভুল ভেঙ্গে গেলো। একবৎসর পূর্ব্বে যদি আপনি ওদের দেখ্‌তেন ত আপনার মনে হোত যে ও রকম সুখী দম্পতী বুঝি আমাদের সংসারে নেই। কোনোদিনের জন্য সামান্য মনান্তর হয়নি ওদের মধ্যে, এমন কি সময়ে অসময়ে রেবা আমার কাছে দুঃখ

কোরতো, যে বিরহের মধ্যে প্রেমের যে মাধুর্য্য আছে, তা'র আস্বাদ ও পেলে না জীবনে।

বিজন

রেবার স্বামী কি করেন ?

কমল

যে কলেজে অধ্যাপনা করেন, সেই কলেজেই রেবা পড়তো। ওদের বিবাহ হোয়েছিল পরস্পরের সম্মতিক্রমেই, তাই ওদের মিলন হোয়েছিল এত মধুর। তখন আমার মনে হ'তো যে এই বিবাহপ্রথাই বুঝি আমাদের চলিত প্রথার চেয়ে উন্নত, কারণ এতে স্বামী স্ত্রীর পূর্ব্ব হোতেই পরিচয় হোয়ে যায়, পরস্পর পরস্পরকে বুঝ্‌তে পারে। কিন্তু এখন বুঝ্‌লাম যে না তা' ত নয়। আমাদের মনান্তর আছে কিন্তু ভাঙ্গন নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোয় আমাদের চোখ এম্‌নি ধাঁধিয়ে গেছে, যে আমরা সে আলোর নীচে কতটা অন্ধকার আছে বিচার কোরে দেখি না।

বিজন

দোষ গুণ নিয়ে সমস্ত সমাজ। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখে সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ কোরো না কমল।

কমল

রেবার এ অবস্থা যদি নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তো ত আমি কম সুখী হ'তাম না। একথা কি আপনি আজ অস্বীকার কোরতে পারেন বিজনবাবু, যে পাশ্চাত্য প্রদেশে অধুনা এই বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চলেছে ?

বিজন

ও সব বাকবিতণ্ডা আজ থাক্ কমল। তর্ক-বিতর্কের তীব্রতায় আজকের মধুরত্ব নষ্ট কোরো না।

কমল

(অপ্রস্তুত হইয়া)

তাইত কথায় কথায় সন্ধ্যে হোয়ে গেছে, আমি লক্ষ্যই করি নি।

[উঠিয়া কয়েকটি প্রতিকৃতির গলে মালা পরাইয়া দিলো ও রঙ্ বেরঙের আলো জ্বালিয়া দিলো।]

নিমন্ত্রিতদেব সব আসবার সময হোয়ে গেলো। আপনি একটু বসুন, আমি শীঘ্রই আসছি।

[বিজন সহাস্যে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল, কমলও কি ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে ভিতরে গেলো।]

বিজন

(আপনমনে)

আজ্‌কের রাতটা স্বপ্নের মত মধুর। আজ বুঝ্‌তে পারছি, সত্যি বিশ্ব ত নিঃস্ব নয়।

[ভিতর হইতে কমলকে ডাকিতে ডাকিতে ভুবনমোহন প্রবেশ করিল।]

ভুবন

কমল, কমল।

(বিজনকে দেখিয়া)

ও, তুমি এসেছো বিজন। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, তোমার এখন সময় হ'বে শোন্বার।

বিজন

আজ্ঞে, বলুন।

ভুবন

একটা কথা অনেকদিন ধরে বোল্বো মনে করি কিন্তু বোল্তে সাহস করি নি। জানো ত পরিপূর্ণ সুখ আমার সয় না। তুমি বোধ হয় শুনেছো যে আজ মৃণাল ফিরে আসবে ?

[বিজন সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল।

এ আমার মহা-আনন্দ বিজন ; হারানো পুত্রকে ফিরে পাওয়া যে কী আনন্দ তুমি হয়ত ঠিক বুঝ্বে না ; তবু জেনো জগতের সমস্ত আনন্দ ম্লান হোয়ে যায় এ আনন্দের তুলনায়। এ আনন্দের তুফান মিলিয়ে যা'বার পূর্ব্বেই আমি আর একটা গুরুভার নামাতে চাই, সে হোচ্ছে কমলের বিবাহ।

[বিজন চমকিয়া উঠিল।]

বিজন

আমায় কি কোরতে হ'বে আদেশ করুন।

ভুবন

কমলের বিবাহের বয়স বহুদিন উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে, তবু এতদিন এ বিষয়ে কোনো চেষ্টা করি নি কেনো জানো ?

[বিজন নিরুত্তর হইয়া রহিল।]

যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়, সে দিন থেকেই আমার মনের

কোণে তোমায় জামাতারূপে পা'বার বাসনা উঁকি দিয়েছিলো; সেইজন্যই তোমাদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়েছি যা'তে তোমরা দু'জনা দু'জনার যথার্থ পরিচয় পাও। যতদূর কমলের পিসির কাছ থেকে শুনেছি তা'তে মনে হয় তোমাদের এ বিবাহ সুখের হ'বে। তোমার সম্মতি পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

[বিজন নীরবে বসে রইলো। দরজার পাশ হইতে কমল আড়ি পেতে সব শুন্‌ছিলো।]

কর্ত্তব্যের পথে কাল্পনিক লজ্জার প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত নয় বিজন। আর বিবাহ শাশ্বত কাল হোতেই সমাজে কর্ত্তব্যবোধে চলে আসছে। এতে লজ্জা কি বিজন?

বিজন

(ঘাড় নীচু করিয়া)

আজ্ঞে, আমার কোন আপত্তি নেই।

ভুবন

তুমি আমার একটা গুরুভার নামালে বিজন। তবে এটুকু আশ্বাস তোমায় দিতে পারি যে কমল সর্ব্বাংশেই তোমার উপযুক্ত। আমি তা'র পিতা—তা'র প্রশংসা হয় ত আমার মুখে সাজে না তবু তোমায় সত্য বোল্‌ছি বিজন, এমন রূপে গুণে মেয়ে খুব কম পাওয়া যায়।

[কেদারা হইতে উঠিল।]

তুমি বোসো, আমি এ শুভ সংবাদটা কমলের পিসীকে দিয়ে আসি।

[একটি দরজা দিয়া ভুবনমোহন ভিতরে গেলো, অপর দরজা দিয়া কমল প্রবেশ করিল।

কমল

উঃ, কি নির্লজ্জ তুমি। একটু বাধ্‌লো না গুরুজনের কাছে—আমি হোলে লজ্জায় মাথা তুল্‌তে পারতাম না।

বিজন

তুমি যে আমায় ততটা ভালোবাসতে পারো নি কমল।

কমল

তাই হ'বে। কিন্তু ভালোবাসা জিনিষটা মনের, মুখের নয়।

বিজন

মনের উচ্ছ্বাস মুখের ভাষাতেই প্রকাশ পায়।

কমল

কিন্তু কথায় কি বলে জানো—"শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশী।"

[কমলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমা, রেণু ও শান্তি প্রবেশ করিল।]

রমা

এই যে কমল, হঠাৎ যখন তোর চিঠি পেলাম তখন উৎসবের আকস্মিকতায় কম আশ্চর্য্য হই নি।

রেণু

আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য্য হই নি কমল—এই রকমই একটা হ'বে আমি জান্‌তাম।

শান্তি

(বিজনের উদ্দেশ্যে)

আর আমি সে বারেই বোলে গেছলাম যে কমল যখন আপনার স্কন্ধে ভর কোরেছে, তখন বেশীদিন আর আপনাকে বিজনে থাক্‌তে দেবে না। আমার সে কথা আজ সত্যি কিনা বলুন বিজনবাবু।

বিজন

(বিস্ময়ের ভান করিয়া)

আপনাদের কোন কথাই ত আমি বুঝ্‌তে পারলাম না।

রমা

ও রকম অবস্থায় পড়লে আমরাও যে ঠিক বুঝ্‌তে পারতাম, এ আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি না। জানেন ত ও সময়টার বিশেষত্ব হোচ্ছে পদে পদে ভুল।

কমল

(কৃত্রিম রাগের ভান করিয়া)

রমা, রেণু, ব্যাপারটা না বুঝেই তোরা কি বাড়াবাড়ি স্থুরু কোরলি ?

শান্তি

এর আর বোঝ্‌বার কি বাকী আছে কমল ? তোর বুঝ্‌তে যে টুকু বাকী আছে সেইটুকু বুঝিয়ে দি, তুই চুপ্‌ কোরে বোসে শোন।

[কমলকে নিজের কেদারার পাশে বসাইলো]

গা' না, রমা, রেণু, সেই গানটা পথে আস্‌তে আস্‌তে যেটা গাইছিলি।

[তিনজনে মিলিয়া গাহিতে লাগিল]

(গান)

এলাম ছুটে সাঁজের বেলা
তোমার হৃদি-গোলাপ-বাগে ;
বন্ধু, নবীন উৎসাহেতে
নয়কো কেবল অনুরাগে।
রঙীন্ সাজে সাজিয়ে দিয়ে
অলকদামে পুষ্পরাশি ;
তোর সে শোভা মনোলোভা
দেখ্‌তে বড় ভালোবাসি।

(বিজনের উদ্দেশ্যে)

বিজন বনের কমল খানি
চয়ন করি আজ্‌কে রাতে ;
পড়িয়ে দেবো কণ্ঠে তোমার
আমরা সবাই আপন হাতে।

[গান শেষ হ'বার পূর্ব্বেই বিন্দু প্রবেশ করিল]

বিন্দু

তোরা এর মধ্যে এত মাতামাতি সুরু কোরলি ; না জানি, সে এলে কি কোরবি ?

রেণু

কে পিসি ?

বিন্দু

যা'র জন্যে আজ্‌কের এ উৎসব—কমলের দাদা।

শান্তি

ওঃ, কী ভুলই আমরা কোরেছিলাম।

রমা

পিসি, আমরা ভেবেছিলাম, আজ্‌কের এ উৎসব কমল আর বিজনবাবুকে নিয়ে।

বিন্দু

(সস্মিত আননে)

হাঁ, সে উৎসবেরও আর বেশী দেরী নেই রমা।

রেণু

তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে পিসি, বোসো।

[বিন্দুকে জোর করিয়া একটি কেদারায় বসাইলো]

কমল

পিসি, বাবা কি কোরছেন ?

বিন্দু

তিনি এখনই আসবেন, কমল।

[মহেন্দ্র ও নরেন্দ্র প্রবেশ করিল]

মহেন্দ্র

এই যে কমল, তোমার দাদা এখনও পৌঁছান নি বোধ হয় ?

কমল

না, তবে তাঁ'র আসার সময় হোয়েছে।

নরেন্দ্র

যাক্ ঠিক সময়েই আসা গেছে। ভুবনবাবুকে দেখ্‌ছি না যে?

বিন্দু

আপনারা বসুন; তিনি আসছেন।

[মহেন্দ্র ও নরেন্দ্র কেদারায় উপবেশন করিল।]

মহেন্দ্র

আমাদের আপনি বোলে সম্বোধন কোরবেন না;—আমরা যে মৃণালের বন্ধু। আপনি বোধ হয় আমাদের ঠিক চিন্‌তে পারেন নি? ছেলেবেলায় মৃণালের সঙ্গে এসে কত উপদ্রবই না কোরে গেছি এই বাড়ীতে; কমল তখন এইটুকু।

বিন্দু

চিন্‌তে আমি ঠিকই পেরেছি মহেন্দ্র; তোমরা এসে পৌঁছাতেই আমার মনে অতীত তোল্‌পাড় কোরছে। তোমাদের দেখে আমার আশা হোচ্ছে যে আর বেশীক্ষণ মৃণালের অদর্শন সইতে হ'বে না।

[ভুবনমোহন প্রবেশ করিল।]

ভুবন

এই যে তোমরা সব এসেছো। আমার আসতে একটু দেরী হোয়ে গেলো—

কমল

বাবা, আজ্‌কের দিনেও তোমার দেরী ?

ভুবন

বড় অন্যায় হোয়ে গেছে কমল, অনভ্যস্ত হৃদয়টাকে উৎসবের উপযোগী কোরে নিতে আমায় বড় বেগ পেতে হোয়েছে। আর তুই যখন এখানে আছিস, বিজন রয়েছে, তখন অতিথিদের যে অমর্য্যাদা হ'বে না এ বিশ্বাস আমার ছিলো।

(মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যে)

তা'র পর তুমি কতক্ষণ এসেছো মহেন্দ্র ?

মহেন্দ্র

আজ্ঞে বেশীক্ষণ নয়,—এই মিনিট কয়েক হোল।

ভুবন

বেশ, বেশ।

(নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া)

উনি কে ? চিন্‌তে পারছি না ত।

মহেন্দ্র

ও আমাদের নরেন্দ্র।

ভুবন

ও নরেন্দ্র, বেশ, বেশ। আর চোখেরই বা দোষ কি ? কতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। তুমি এখন কি কোরছো নরেন্দ্র ?

নরেন্দ্র

আজ্ঞে, দেশে কৃষিকর্ম্ম কোরছি।

ভুবন

খুব ভালো ; আজকাল এই যে চাকুরীর মোহ অল্পে অল্পে কেটে যাচ্ছে, এটা দেশের একটা শুভলক্ষণ। এই পর-নির্ভরশীল জাতটাকে সবার আগে হোতে হ'বে স্বাবলম্বী, তা'র পর অন্য কথা। আত্মোন্নতি না হোলে সমাজের বা দেশের উন্নতি কিছুতেই হোতে পারে না।

(বিজনের উদ্দেশ্যে)

তোমায় এই কথাটাই সেদিন বোল্‌ছিলাম না বিজন ?

[বিজন সমর্থন-সূচক ঘাড় নাড়িল]

(নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে)

তোমায় দেখে খুবই আনন্দিত হোলাম নরেন্দ্র। নিজের জীবনের সার্থকতার ওপর সংসারে অনেকের সার্থকতা নির্ভর করে, আর একটি জীবনের ব্যর্থতা অনেকগুলি জীবনকে নিষ্ফল কোরে দিয়ে যায়। বাজে কথায় অনেক সময় নষ্ট হোয়ে গেলো। কমল একখানা গান শুনিয়ে অতিথিদের তৃপ্ত কব।

[কমল অর্গ্যান-সংযোগে গাহিতে লাগিল। ভুবনমোহন ধীরে ধীরে ভিতরে গেলো]

(গান)

কথার মাঝে হারিয়ে গেছে
আমার প্রাণের গান।
এখন আমি সভার মাঝে
গাইবো কিসের গান ?

তোমার নামের গীতালীতে
ভরলো আমার প্রাণ।
এখন কি আর সাজে ওগো
নীরব অভিমান ?

[গান শেষ হ'বার পূর্ব্বেই উত্তেজিত-ভাবে ভুবনমোহন হলরের ভিতরে আসিলেন।]

ভুবন

গান বন্ধ কর কমল, উৎসবের আলো নিভিয়ে দে।

কমল

কেন বাবা এ অমঙ্গলের কথা ?

ভুবন

তুই বুঝি শুন্‌তে পারছিস না ?

কমল

কি বাবা ?

ভুবন

(বাহিরের দিকে দেখাইয়া)

ওই প্রলয়ের অভিযান।

[বাহিরে তখন অশ্রান্তভাবে ঝড় বহিতেছিল ; মুহুর্মুহুঃ বিজলী চমকাইতেছিল।]

কমল

ও কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে বাবা। যেমন মত্ততায় ওর জীবন তেমনই নিষ্ফলতায় যে ওর সমাধি হ'বে বাবা।

ভুবন

(অশান্তভাবে)

কিন্তু তুই শুধু দেখ্‌তে পেলি মা, বাহিরের অশ্রান্ত ঝঙ্কার, আর দেখ্‌তে পেলি না বুঝি আমার মনের মধ্যে যে প্রলয়ের নর্ত্তন সুরু হোয়েছে ?

বিজন

আপনি এত অস্থির হোচ্ছেন কেন ?

ভুবন

কোন্ প্রাণে সুস্থির হ'বো বিজন ? তুমি ত জানো না এ মত্ততার সঙ্গে আমার জীবনের সুনিবিড় সম্বন্ধ। উদ্দেশ্যবিহীন তা'রা আসে না ; তা'রা আসে আমার ভবিষ্যৎ বিপদের বার্ত্তা নিয়ে।

নরেন্দ্র

আপনি বিচক্ষণ, এত অল্পে বিচলিত হোচ্ছেন কেন ?

ভুবন

কেন ? তা'র যথেষ্ট কারণ আছে নরেন্দ্র।

(হতাশভাবে)

এমনি এক ঝঞ্ঝারাতে আমায় নিঃস্ব কোরে চলে গেছে কমলের মা, আর বারো বছর পূর্ব্বে ঠিক এম্‌নি এক রাতে অভিমানে আমার পুত্র আমায় ছেড়ে চলে গেলো। বাধা তা'কে দিই নি, ভেবেছিলাম

আশ্রয়হারা পুত্র আমার, আশ্রয়ের অভাব বুঝ্‌তে পারলেই আবার ফিরে আসবে আমার বুকে। সে আজ কতদিন! কিন্তু আজ যেন সেদিনের সুস্পষ্ট ছায়া দেখ্‌তে পারছি প্রকৃতির এই প্রলয়-নর্ত্তনের মাঝে।

কমল

এ ঝঞ্ঝারও একটা সার্থকতা আছে বাবা, তুমি দেখ্‌তে পাও নি সে আভাস কিন্তু আমি পেয়েছি। যে ঝটিকার আবর্ত্তনে অভিমানের যাত্রা সুরু হোয়েছিলো আমার দাদার, তা'রই পুনরাবর্ত্তনে এ যাত্রার পরিসমাপ্তি হ'বে। সে আসবেই, আমার মনে হয় সে শুধু অপেক্ষায় ছিলো এইটুকুর।

ভুবন

(রুষ্ট হইয়া)

নিরর্থক তর্ক কোরিস নি কমল, আমি জানি কি চায় এই প্রলয়ঘেরা রাত। নিয়তির অট্টহাসি আমি শুন্‌তে পেয়েছি, আমার পরাজয়-মাখানো অশ্রুর মালা পড়ে বিজয়-গর্ব্বে সে আমার পানে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আজ আমি এই প্রলয়রাত্রির বুকে অসার্থকতার বেদনা জাগিয়ে তুল্‌বো।

(অনুরোধের সুরে কমলকে উদ্দেশ করিয়া)

তুই শুধু আমার সহায় হ' মা, দেখি নিয়তিরও পরাজয় আছে কি না?

কমল

(সাগ্রহে)

আমায় কি কোরতে হ'বে বলো বাবা।

ভুবন

উন্মুক্ত দুয়ার বন্ধ কোরে দে, বাহিরের কাউকে আজ্‌কের এই রাতে প্রবেশ কোরতে দিস নি—আমার শত অনুরোধেও না।

কমল

কিন্তু বাবা, যদি সে দুয়ার বন্ধ দেখে অভিমানভরে চলে যায়?

ভুবন

যদি সে চলে যায় আমি তা'কে বুঝিয়ে কালই ফিরিয়ে আন্‌বো, আর যদি সে নাই আসে আমার শত অনুরোধেও, তবে তা'কে চিরদিনের মত হারানোর চেয়ে এ যে ভালো হ'বে মা।

কমল

কিন্তু বাবা, কি দুর্জ্জয় তা'র অভিমান তা' ত তুমি জানো।

ভুবন

(উত্তেজিতভাবে)

বৃথা তর্ক কোরিস নি; শীঘ্র দুয়ার বন্ধ কোরে দে মা। আমি শুধু একবার দেখ্‌তে চাই এই প্রলয়-রাত্রির পরাজয় আছে কি না? সে আমায় কি ইঙ্গিত কোরছে জানিস কমল? না, না, না, সে তোর শুনে কাজ নেই মা, সে যে বড় মর্ম্মভেদী—তুই আমার কথা শোন, দুয়ার বন্ধ কোরে দে।

[কমল অনিচ্ছাসত্ত্বে দুয়ার বন্ধ করিল। ভুবনমোহন অশান্তমনে ভিতরে গেলো।]

কমল

পিসি, হঠাৎ বাবার এ অস্থিরতা কেন ?

বিন্দু

সে ত তিনি আগেই বোলেছেন কমল, ঠিক এম্‌নি রাত আসে ওর জীবনে একটা ভাবী অমঙ্গলের বার্ত্তা নিয়ে। না জানি, আবার কি একটা অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে আমাদের সংসারে।

রমা

উনি একটু বেশী অদৃষ্টবাদী, নয় কমল ?

বিন্দু

রমা, সংসারে আঘাতের পর আঘাত পেলে মানুষ ঠিক এম্‌নি হয়।

বিজন

কিন্তু অনাগত বিপদের আশঙ্কায় পূর্ব্ব হোতে মুহ্যমান হওয়া সমীচীন নয় পিসি।

বিন্দু

(মাথা নাড়িয়া)

তা' নয় বটে।

(খানিক পরে)

ক্রমাগত বিপদের পরিচয় পেযে ওঁর মনটা এম্‌নি হোয়ে গেছে বিজন। তুমি আগে ওঁকে দেখো নি, বিপদের নামে উনি হেসেই উঠ্‌তেন, তখন জীবন ছিল ওঁর পরিপূর্ণ আনন্দময়।

কমল

আমি দেখে আসি পিসি, বাবা কোথায় গেলেন ?

(সখেদে)

আমার দুর্ভাগ্য যে আজ আপনাদের পরিপূর্ণ অন্তরে অভ্যর্থনা কোরতে পারলাম না।

[কমল ভিতরে গেলো। বাহিরে তখনও অশ্রান্ত ঝড়ের দাপাদাপি চল্‌ছিলো।]

বিজন

(জানালার ধারে গিয়া)

উঃ, বাইরে কি দুর্য্যোগ সুরু হোয়েছে ?

রেণু

আমাদের যা'বার কি হ'বে শান্তি ?

শান্তি

(ঈষৎ হাসিয়া)

আজ্‌কের রাতটা না হয় এখানে থাকাই যা'বে।

রমা

কিন্তু বাড়ীতে সবাই যে ভাব্‌বে।

বিন্দু

তোমাদের থাকা যদি মত হয় ত বাড়ীতে যা'তে কেউ না ভাবে তা'র ব্যবস্থা আমি কোরে দেবো।

নরেন্দ্র

এ দুর্য্যোগে সে আসবেই বা কেমন কোরে বিজনবাবু? আমরা এখন যাই, আর একদিন দেখা কোরবো।

বিজন

আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে আজ আমি এখানে আপনাদেরই মতো একজন। এ অনুমতি পেতে হোলে আবেদন কোরতে হ'বে কমলের কাছে, আমার কাছে নয়।

রমা

বিজনবাবু ওঁর অপরাধ যে উনি বর্ত্তমানকে ফেলে কয়েকদিন এগিয়ে গেছেন।

বিজন

এর অর্থ?

রেণু

(হাসিতে হাসিতে)

বিজনবাবু, রমা বোল্‌তে চায় যে কিছুদিন পরে হোলে অনুমতি নিতে হ'তো আপনার কাছ থেকে, কমলের কাছে নয়।

বিজন

(ঈষৎ হাসিয়া)

ওঃ।

[বাহির হইতে বাউলের করুণ গানের সুর ভেসে আসছিলো।]

বাউল

(গান)

আজ্‌কে রাতের অন্ধকারে
পরাণ আমার ভেবেই সারা।
এই ধারাতে হ'বে হারা
আমার বুকের রক্তধারা।
আকাশের ঐ নীল নয়নে
তাই কি আজি বাদলধারা ?
গহন কালো মেঘের বুকে
তাই কি লুকায় অসীম তারা ?

[কমল ও ভুবনমোহন প্রবেশ করিল।]

ভুবন

কা'র চাপা কান্নার রেশ ভেসে আসছে কমল ?

কমল

বাউল গান গাইছে বাবা। এই দুর্য্যোগে ঐ আশ্রয়হারা বাউলকে কি ঘরের কোণে আশ্রয় দেবো ?

ভুবন

না কমল; আজকের রাত্রে তুই কাউকে বিশ্বাস কোরিস নি। সে আসবে নিতান্ত পরিচিতের মতো, কিন্তু পরক্ষণেই জয়োল্লাসের আতিশয্যে

বজ্রনির্ঘোষে সে আমায় জিজ্ঞাসা কোরবে, "কই, আজো ত পরাজয় হ'লো না আমার?" এ আমি সইতে পারবো না কমল, এ আমি সইতে পারবো না।

কমল

তবে কাজ নেই বাবা, তুমি স্থির হও।

ভুবন

স্থির হ'বো? কিন্তু বাহিরের ও অস্থিরতা শান্ত না হোলে ত আমি স্থির হোতে পারছি না মা। যখন বাহিরের ঐ প্রলয়ের অভিযান থেমে যা'বে তখন আমিও বিজয়-ঘেরা ইঙ্গিতে সেই প্রশ্নই শুধাবো নিয়তিকে।

কমল

পিসি, আজ যখন ওঁদের কা'রো যাওয়া হ'বে না তখন থাক্‌বার যা' হোক্ একটা ব্যবস্থা করো।

বিন্দু

হাঁ।

(অতিথিদের উদ্দেশ্যে)

তোমরা সবাই ভিতরে এসো।

[অতিথিরা সবাই ভিতরে গেলো
কেবল কমল ও ভুবনমোহন রইলো।]

ভুবন

(কেদারায় উপবেশন করিয়া)

কমল, অতিথিরা সবাই ভাব্‌লেন. আমি বোধ হয় তাঁ'দের অমর্য্যাদা কোরছি। কিন্তু ওঁরা ত জান্‌লেন না কেন আমার এই আচরণ?

কমল

না বাবা ওঁরা কিছুই মনে করেন নি, পিসি ওঁদের সব বুঝিয়ে বোলেছে।

ভুবন

কাল সকালে আমি নিজে আমার ক্রটীর জন্য প্রত্যেকের নিকট মার্জনা চেয়ে নেবো।

[দুয়ারে মৃদু করাঘাত শোনা গেলো]

দুয়ারে কে আঘাত কোরছে না ?

কমল

(সাগ্রহে)

হাঁ বাবা, বোধ হয় ওরা এসেছে, দেখ্ছো না প্রত্যেকটি আঘাতে যেন একটা কুণ্ঠা জড়িয়ে আছে।

ভুবন

(কমলকে কাছে টানিয়া)

কমল, বিশ্বাস করিস নি ওই মায়ায়। ও আজ যত মায়া জানে সব প্রয়োগ কোরবে একটির পর একটি, কিন্তু প্রত্যেকটি যে ব্যর্থ হোয়ে যা'বে তা' ত ও জানে না।

[আবার করাঘাত শোনা গেলো।]

কমল

না বাবা, অহেতুক কল্পনার বশীভূত হোয়ে যা'রা এসেছে তা'দের ফিরিয়ে দেওয়া কি সঙ্গত হ'বে ?

ভুবন

অহেতুক নয় কমল। আমার ওপর আজ্‌কের রাতটা তুই নির্ভর কর।

[আবার করাঘাত স্পষ্ট শোনা গেলো।]

কমল

ঐ আবার করাঘাত! কত আশা বুকে কোরে যা'রা এসেছে এ হেন দুর্য্যোগ উপেক্ষা কোরে, কোন্ প্রাণে দুয়ার হোতে তা'দের ফিরিয়ে দেবো? আমি আমার উত্তেজনা দমন কোরতে পারছি না বাবা, তুমি আমার এ অপরাধ ক্ষমা করো।

[দুয়ার খুলিতে গেলো]

ভুবন

(উচ্চৈঃস্বরে)

মায়ায় ভুলিস্ নি কমল—দুয়ার খুলিস্ নি।

[ভুবনমোহন কেদারা হইতে উঠিয়া কমলকে বাধা দিতে গেলো, কমল তত-ক্ষণে দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। বাহিরের ঝড়ো হাওয়ার সংঘাতে দীপ নিভিয়া গেলো; সেই ম্লান অন্ধকারে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা সুরমা প্রবেশ করিল। অজানা বিপদের আশঙ্কায় ভুবনমোহন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

কমল

এই যে বৌদি এসেছে। দেখেছো বাবা, বলিনি, আজ তা'রা আসবেই। দাদা বুঝি লজ্জায় প্রবেশ কোরতে পারছে না বৌদি? আমি নিজে গিয়ে তা'কে ডেকে আন্‌ছি।

[কমল বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল, সুরমা তা'কে বাধা দিলো।]

সুরমা

না বোন, আর সে আসবে না।

কমল

(বিস্ময়ে)

কেন এখনও কি তাঁ'র দুর্জ্জয় অভিমান যায় নি?

সুরমা

(ভগ্নকণ্ঠে)

অভিমান নয় কমল, তিনি যে জন্মের মতো চলে গেছেন।

কমল

এ্যাঁ, দাদা নেই! দাদা, দাদা।

[কমল মূর্চ্ছিতা হোয়ে পড়ে গেলো। সেই কান্নার শব্দে বিন্দু ছুটে এলো]

বিন্দু

কমল হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লো কেন ?

ভুবন

(অট্টহাস্যে)

হাঃ, হাঃ, হাঃ, বোলেছিলাম মায়ায় ভুলিস নি—দুয়ার খুলিস নি ; তবু তোরা শুন্‌লি নি। কেমন হোয়েছে ত ? হাঃ হাঃ হাঃ।

[অবসন্ন ভুবন কেদারায় বসে পড়লো]

— যবনিকা —

নিবেদন

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রাকর-প্রমাদ হ'তে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। পরবর্ত্তী সংস্করণ যা'তে নির্ভুল হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখ্‌বো। শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশ করবার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই, তাই মারাত্মক দু' একটি ভ্রম সংশোধন কোরলাম, অবশিষ্ট সুধী পাঠকবৃন্দ সংশোধন কোরে বাধিত কোরবেন। ইতি

বিনীত—

প্রকাশক।

৩৯ পৃষ্ঠার দশম লাইনে, "স্নেহাঞ্চলে"র পরিবর্ত্তে "স্নেহময় ক্রোড়ে" হইবে।

৪৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে "ি জ্ঞাসা"র পরিবর্ত্তে "জিজ্ঞাসা" হইবে।

৪৭ পৃষ্ঠার চতুর্থ লাইনে "ি ন্‌তে"র পরিবর্ত্তে "চিন্‌তে" হইবে।